www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

দ্য সিক্রেট সেন্স

স্ট্রাস ওয়ালজের একটানা মধুর লয়ে পূর্ণ হয়ে আছে ঘর। লিঙ্কন ফিল্ডসের সংবেদনশীল আঙুলের নিচে বাজনাটি যেন ধীরে ধীরে মিইয়ে আসতে লাগল। আধাবোজা হয়ে আছে লিঙ্কনের চোখ সুরের মূর্চ্ছনায়। সঙ্গীত তাকে সবসময় এভাবেই প্রভাবিত করে। মন ভরে যায় অদ্ভুত সুন্দর সব স্বপ্নে, ঘরটা পরিণত হয় ধ্বনির স্বর্গে। শেষবারের মতো পিয়ানোর কি বোর্ডে লিঙ্কনের আঙুল দ্রুত ছুঁয়ে গেল। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল বাজনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিঙ্কন ফিল্ডস। এক মুহূর্ত রইল চুপ হয়ে। যেন মৃতপ্রায় প্রতিধ্বনি থেকে সুন্দরের শেষ গন্ধটা পেতে চাইছে। তারপর সে ঘুরে বসল, অস্পষ্ট হাসল ঘরের আরেক বাসিন্দার দিকে তাকিয়ে।

জবাবে পার্থ জ্যানও হাসল। তবে কিছু বলল না। লিঙ্কন ফিল্ডসকে পছন্দ করে সে। যদিও দু'জনের মধ্যে বোঝাপোড়াটা কম। তারা দুই ভুবনের মানুষ—পার্থ মঙ্গলগ্রহের আন্ডারগ্রাউন্ড নগরীর একজন, আরেকজন, ফিল্ডস, নিউইয়র্কের টেরেসট্রিয়াল বাসিন্দা।

'কেমন লাগল, পার্থ?' জিজ্ঞেস করল ফিল্ডস।

মাথা ঝাঁকাল পার্থ। স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'মনোযোগ দিয়ে তোমার বাজনা শুনেছি। মন্দ লাগে নি। ওটার নির্দিষ্ট একটা ছন্দ আছে, আছে মিষ্টিলয়। তবে খুব সুন্দর কিন্তু বলা যাবে না।'

কথাটা শুনে করুণা ফুটল ফিল্ডসের চোখে। মার্শিয়ান পার্থ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও কিছু বলল না। সে তার বিশাল শরীর নিয়ে চেয়ারে বসে রইল। প্রকাণ্ড শরীরের তুলনায় চেয়ারটাকে ছোটই লাগছে।

ফিল্ডস নিজের আসন ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল অধৈর্য ভঙ্গিতে, সঙ্গীর হাত চেপে ধরে বলল, 'এস! এখানটিতে বস তুমি!'

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

পার্থ ? অনুগতের মতো পালন করল নির্দেশ। বলল, 'তুমি কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাও দেখছি।'

'ঠিক ধরেছ। আমি জানি পৃথিবীবাসী আর মঙ্গলবাসীর মধ্যেকার সেন্স-ইকুইপমেন্টের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'তবে ব্যাপারটা কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি আমি।'

সি এবং এক নোটে আঙুল দিয়ে চাপ দিল সে, মার্শিয়ানের দিকে তাকাল অনিসন্ধিৎসু চোখে।

'পার্থক্য থাকলেও,' বলল পার্থ, 'সেটা সামান্যই। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বাজনাটা শুনলেই বলে দিতে পারতাম তুমি একই সুর দু'বার বাজিয়েছ।'

ফিল্ডস সি এবং জিতে চাপ দিল। 'এখন কেমন শোনাচ্ছে ?'

'এবার পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে।'

'তোমরা, মার্শিয়ানরা আসলে মধুর কিছু শোনা থেকে বঞ্চিত। তোমরা জানওনা কি মিস করছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল পার্থ। 'যার কিছু নেই তার হারাবারও কিছু নেই।'

'কিন্তু তুমি যদি জানতে চাও সত্যি কি হয়েছে,' বলল ফিল্ডস। 'তোমরা কখনো সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করোনি। দেখনি খোলা বাগানে হাজারো ফুলের মৃত্যু। নীল আকাশের রং দেখে কখনো মুগ্ধ হবার সুযোগ পাওনি তোমরা, দেখনি সবুজ ঘাস কিংবা সোনালি শস্যের অপার সৌন্দর্য। তোমাদের পৃথিবীতে রয়েছে শুধু আলো-আঁধারির খেলা।' কি ভেবে শিউরে উঠল সে। 'তুমি ফুলের গন্ধ শোঁকোনি, জাননা এর গন্ধ মাহাত্ম্য। ভালো খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতাও নেই তোমার। তুমি না পার কোনো কিছুর স্বাদ নিতে, না গন্ধ শুকতে পার, না দেখতে পাও কোনো রং। তোমাদের এই নিরস পৃথিবীর জন্যে আমার করুণা হয়।'

banglainternet.com

'তুমি যা বলছ তা অর্থহীন, লিঙ্কন। আমাকে করুণা করতে হবে না। কারণ তোমার চেয়ে কোনো অংশে আমি কম সুখী নই।' ওঠে দাঁড়াল পার্থ, হাত বাড়াল ছড়ির দিকে-অন্ধ সে। ছড়ি ছাড়া চলতে পারে না।

'এ ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগে আমাদেরকে নিচু চোখে দেখ না,' বলল সে। 'আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই তুমি জান না। আর আমরা সেসব অজানা জিনিস নিয়ে গর্বও করি না।' কথা শেষ করে দরজার দিকে

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

পা বাঁড়াল পার্থ। মুখে বিকৃত এক টুকরো হাসি।

ফিল্ডস হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, ছুটল মার্শিয়ানের পেছনে। চেপে ধরল পার্থের কাঁধ। জোর করে ঘোরাল ওর দিকে। 'শেষ কথাটা কি যেন বললে তুমি?'

অন্য দিকে মুখ ঘোরাল মার্শিয়ান। 'বাদ দাও, লিঙ্কন। তোমার করুণার কথা শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি কথাটা।'

তীব্র চোখে তার দিকে তাকাল লিঙ্কন। 'ব্যাপারটা তাহলে সত্যি না? শোনা যায় মার্শিয়ানদের পৃথিবীর মানুষের মতো শুধু উপলব্ধি ক্ষমতাই নেই, আরো অনেক বেশি ক্ষমতা আছে যা তারা গোপন রাখতে চায়। ঠিক?'

'হয়তো। কিন্তু মুখ ফস্কে একটা কথা বলে ফেলেছি বলে তুমি এভাবে আমাকে জেরা করছ কেন?'

'জেরা করছি না। জানতে চাইছি। তোমাদের সিক্রেট সেন্স বা গোপন উপলব্ধি ক্ষমতার কথা জানতে চাই। বল আমাকে!' উদাস ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পার্থ জ্যান। 'ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করব আমি? তুমি রংয়ের সংজ্ঞা আমাকে বলবে যে কিনা ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না?'

'আমি সংজ্ঞা জানতে চাই না। ব্যবহার জানতে চাই। প্লীজ,' অপর কাঁধটাও এবার চেপে ধরল সে। 'কথা দিচ্ছি ব্যাপারটা গোপন রাখব।'

মার্শিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলল সশব্দে। 'এ জেনে খুব বেশি লাভ হবে না তোমার। তুমি জেনে কি সন্তুষ্ট বোধ করবে যে তুমি যদি আমাকে দুটো তরল বোঝাই পাত্র দেখাতে তাহলে আমি বলে দিতে পারতাম দুটোর কোনটা বিষাক্ত? কিংবা তুমি যদি আমাকে তামার তার দেখাও আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারি ওটার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। কিংবা—যাক, অনেক বলে ফেলেছি। আর বলতে চাই না।'

'ব্যস হয়ে গেল?' হতাশ শোনাল ফিল্ডসের কণ্ঠ।

'আর কি শুনতে চাও?'

'যা বললে সবই কাজে লাগার মতো—কিন্তু এর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়?'

banglainternet.com

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

অধৈর্য্য ভঙ্গিতে বলল পার্থ। 'তুমি ব্যবহারের কথা জানতে চেয়েছ। বললাম। এর মধ্যে সৌন্দর্য আশা করো কোত্থেকে?'

ফিল্ডস কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তাকে থামিয়ে দিল পার্থ। 'বুঝতে পারছি, তোমার সূর্যাস্ত নিয়ে আবার বকবক করতে চাইছ। কিন্তু সৌন্দর্যের তুমি কি বোঝ! তুমি জান যখন নগ্ন তামার তারে এ সি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে তখন তার সৌন্দর্য দেখতে কেমন লাগে? জান, সোলেনয়েডের বিদ্যুতের মাঝ দিয়ে যখন চুম্বক প্রবাহিত হয় তখন কেমন দেখায় তার সৌন্দর্য? তুমি কখন মার্শিয়ান পোর্টওয়েম শুনেছ?'

বলতে বলতে তন্দ্রালু হয়ে উঠল পার্থের চোখ। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ফিল্ডস। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু গুণ থাকে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারটা কেন তোমরা গোপন রেখেছ। অথচ আমরা, পৃথিবীবাসীরা তোমাদের কাছে কিছু গোপন করিনি।'

'আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ বল না,' চেঁচিয়ে উঠল পার্থ। মার্শিয়ান আইন অনুসারে অকৃতজ্ঞতা সবচেবড় অপরাধ। 'আমরা কারণ ছাড়া কখন কাজ করি না। আর নিজেদের স্বার্থেও আমরা এই অসাধারণ ক্ষমতা গোপন রাখিনি।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটল ফিল্ডসের ঠোঁটে। 'তাহলে ব্যাপারটা প্রমাণ করে দেখাও।'

'দেখাব। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে অপার এক সৌন্দর্য তুমি দেখতে পাবে। এই পাঁচ মিনিটে তুমি অর্জন করতে পারবে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা।'

banglainternet.com

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফিল্ডসের। 'তুমি বলতে চাইছ পৃথিবীবাসী চাইলে মঙ্গলবাসীর উপলব্ধি ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে,' স্বপ্নালু হয়ে উঠল পার্থ জ্যানের চোখ।

'আর ওই পাঁচ মিনিটের উপলব্ধিতে—'

হঠাৎ থেমে গেল সে, কটমট করে তাকাল ফিল্ডসের দিকে।

'তুমি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছ এ কথা কাউকে বলবে না।'

বলে ছড়ি ঠুকে ঠুকে বেশ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পার্থ। লিফ্টন

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

ফিল্ডস আর তাকে থামানর চেষ্টা করল না। সে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

মাস দুয়েক পরে পার্থ জ্যানের আস্তানায় হাজির হয়ে গেল লিঙ্কন ফিল্ডস। আগমনের উদ্দেশ্য জানাল সে নিসংকোচে। বলল সে মার্শিয়ানদের পাঁচ মিনিটের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। মার্শিয়ানদের নীতির কথা জানা আছে তার। তাদের কোনো অনুরোধ করা হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। পার্থ জ্যানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হল। কারণ— কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে হয় কৃতজ্ঞতা দিয়েই। পার্থ জ্যান তাকে তার ব্যক্তিগত "কনসার্ট" রুমে নিয়ে এল। বলল ফিল্ডসকে সে পোর্টওয়েম-এর একটা অংশ শোনাবে। তবে সেটা পাঁচ মিনিটের জন্যেই। সঙ্গীত শোনার জন্যে তাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানতে চাইল ফিল্ডস।

'আমরা নোভি লন-এর জন্যে অপেক্ষা করছি,' বলল পার্থ জ্যান। 'সে-ই পোর্টওয়েম বাজাবে। আর অপেক্ষা করছি আমার ব্যক্তিগত ডাক্তার ডোন ভোল-এর জন্যে। ওঁরা এসে পড়বেন শীঘ্রিই।'

ঘরের মাঝখানে নিচু একটা মঞ্চ। ওখানে জটিল সব মেকানিজম নিয়ে একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র রাখা। যন্ত্রের সামনের অংশটা চকচকে এলুমিনিয়ামে তৈরি। তাতে সাতটি ঝকঝকে কালো নবের সারি, নিচে পাঁচটি প্রকাণ্ড সাদা পেডাল। যন্ত্রের পেছনের অংশে অসংখ্য কর্ড আর তারের ছড়াছড়ি।

'অদ্ভুত একটা জিনিস', মন্তব্য করল ফিল্ডস। উঠে এল মঞ্চে। তার সঙ্গে যোগ দিল মার্শিয়ান। 'এটা খুব দামি। দশ হাজার মার্শিয়ান ক্রেডিট লেগেছে যন্ত্রটা বানাতে।'

'এটা কিভাবে কাজ করে।'

banglainternet.com

'টেরেসট্রিয়ান পিয়ানো থেকে এর খুব বেশি পার্থক্য নেই। ওপরের নবগুলোর প্রতিটি আলাদা ইলেকট্রিক সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে। যে কোনো এক্সপার্ট পোর্টওয়েম বাদক নবে চাপ দিয়ে যে কোন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবেন। ইলেকট্রিক কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করছে নিচের পেডালগুলো।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ফিল্ডস, নব-এর ওপর হাত বোলাল দ্রুত। লক্ষ্য করল প্রতিটা নবে চাপ দেয়ার সময় চাবির চিহ্ন নিচের ছোট গ্যালভ্যানোমিটারটা লাফ মেরে উঠছে। এ ছাড়া ব্যতিক্রম কিছু ঠেকল না ওর কাছে।

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

'যন্ত্রটা সত্যি কাজ করে ?'

হাসল মঙ্গলগ্রহবাসী। 'হ্যাঁ করে।' বলে বাটনগুলোতে চাপ দিল সে।

ঠিক তখন এক লোক ঢুকল ঘরে। পার্থ জ্যান অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে পিয়ানোর ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। 'ইনি নোভি লন,' পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'ইনি আমার বাজনা তেমন পছন্দ করেন না।'

আগন্তকের সঙ্গে হাত মেলাতে উঠে দাঁড়াল ফিল্ডস। দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়স লোকটার। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে কাঁধ। মুখে অসংখ্য ভাঁজ।

'এই তা হলে সেই তারুণ—পৃথিবীবাসী,' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'আমি আপনার উদ্ধত্য অপছন্দ করি তবে পোর্টওয়েম শুনতে এসেছেন বলে সাধুবাদ জানাই। এটা দুঃখের বিষয় বলতে হবে যে আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতা অনুভব করার জন্যে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় আপনি পাবেন না। তবে পোর্টওয়েম যে শোনেনি তার বেঁচে থাকা বৃথা।'

পার্থ জ্যান হেসে উঠল। 'উনি বাড়িয়ে বলছেন, লিঙ্কন। ইনি মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদদের একজন। এঁর মতো আর কেউ পোর্টওয়েম ভালো বাজাতে পারেন না।' বুড়োকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। 'যৌবনে ইনি আমার শিক্ষক ছিলেন। অনেক ধৈর্য নিয়ে বাজনা শিখিয়েছেন আমাকে।'

'কিন্তু কিছুই শিখতে পারনি তুমি, বোকা ছেলে,' দাবড়ে উঠল বুড়ো। 'ঢোকার সময় তোমার বাজনা শুনেছি। এখন পর্যন্ত দেখছি ফোর্টগাস কম্বিনেশনটই ঠিক মতো আয়ত্বে আনতে পারনি।'

এমন সময় তৃতীয় মার্শিয়ান, পার্থ জ্যানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডান ভোল ঢুকল ঘরে। তার দিকে এগিয়ে গেল পার্থ।

banglainternet.com

'সব রেডি ?'

'হ্যাঁ', ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ডান ভোল। 'এবারের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখপ্রদ হবে না। ফলাফল কি হবে তা আগেই জেনে গেছি।' অবজ্ঞার চোখে দেখল সে লিঙ্কনকে। 'ইনিই কি সেইজন যিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এসেছে ?'

মাথা ঝাঁকাল লিঙ্কন। টের পেল হঠাৎ তার কথা শুকিয়ে গেছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে সে ডাক্তারকে। অস্বস্তি লাগল দেখে ডাক্তার ছোট

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

একটা লিকুইড বোঝাই বোতল এবং হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করেছে কেস খুলে।'

'কি করবেন আপনি?' জানতে চাইল লিঙ্কন।

'তোমাকে ইনজেকশন দেয়া হবে। এক সেকেন্ড লাগবে,' তাকে আশ্বস্ত করল পার্থ জ্যান। 'এ কেসের সেন্স-অর্গানগুলো মস্তিস্কের বাহ্যাংশের (Cortex) কতগুলো সেল ছাড়া কিছু নয়। এগুলো সচল হয়ে ওঠে হরমোনের সাহায্যে। এটা একটা সিনথেটিক প্রিপারেশন যা ডরম্যান্ট সেলগুলোকে উত্তেজিত করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। তোমাকেও একই ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে।'

'আঃ!—তাহলে পৃথিবীবাসীরও একই করটেক্স সেল রয়েছে।'

'একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়। হরমোন ওগুলোকে সচল করে তুলবে। তবে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে। এর ওপর ওগুলো মিলিয়ে যাবে। আর কখনোই,কোনোভাবেই ওগুলোকে পুনরায় সচল করা সম্ভব হবে না।'

ডান ভোল তার শেষ মিনিটের কাজগুলো সেরে এগিয়ে গেল ফিল্ডসের দিকে। কোনো কথা না বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ঢুকে গেল বাহুতে।

ইনজেকশন নেয়ার পরে এক/দুই মুহূর্ত অপেক্ষা করল লিঙ্কন। তারপর শুকন হেসে বলল, 'কই, আমি তো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।'

'দশ মিনিট কিছুই অনুভব করবে না তুমি,' ব্যাখ্যা করল পার্থ।

'সময় লাগবে। বসে স্রেফ রিল্যাক্স কর। নোভি লোন বার ডেনিনের "ক্যানালস ইন দ্য ডেজার্ট" শুরু করে দিচ্ছেন। এটি আমার খুব প্রিয়। যখন হরমোন কাজ শুরু করে দেবে তখন নিজেকে সবকিছুর মাঝে আবিস্কার করতে থাকবে।'

নিজেকে খুব শান্ত লাগল লিংকনের। ওদিকে পাগলের মতো বাজিয়ে চলেছে নোভি লন। লিংকনের ডানে বসা পার্থ সুরের রাজ্যে ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে। এমনকি ডাক্তারও।

ওদেরকে লক্ষ্য করছে লিংকন। কিছুক্ষণ পরে ওর চোখ পিটপিট শুরু হয়ে গেল। এক মুহূর্ত মনে হল বুকের একটা জ্যোতিশ্চক্র মিউজিশিয়ান এবং তার যন্ত্রের ওপর ঘুরপাঁক খাচ্ছে। চক্রটা ক্রমে বেড়ে চলল। এক সময়

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

ভরে উঠল ঘর। এরপর আর অসংখ্য বর্ণ যোগ দিল ওটার সঙ্গে। ঢেউ খেলতে শুরু করল বর্ণগুলো, আকারে বড় হচ্ছে, বিদ্যুৎ গতিতে বদলে যাচ্ছে রং। তবে থাকছে এক জায়গাতেই। লক্ষ লক্ষ রঙের উজ্জ্বল ঝালর তৈরি হচ্ছে। আবার ম্লান হয়ে আসছে। লিংকনের চোখের তারার নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে রং।

একই সাথে বাজনা শুনতে পাচ্ছে লিংকন। ফিসফিসানি থেকে এসে চড়া হয়ে উঠল আওয়াজ, কাঁপতে কাঁপতে সুর উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। প্রতিটা বাজনা যেন আলাদাভাবে শুনতে পাচ্ছে লিংকন। প্রতিটি শব্দ আলাদা প্রত্যয়ে বাজছে ওর কানে। তারপর শব্দের দোসর হয়ে ভেসে এল গন্ধ। ফুলের গন্ধ। পাগল করা সুঘ্রাণ।

একটা কিছু ঘটছে, তবু লিংকনের মনে হচ্ছে এ আসলে কিছুই নয়। আর কিছু অদ্ভুত কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

আস্তে আস্তে শব্দ আর গন্ধ মিলিয়ে গেল। এ এক অচেনা অভিজ্ঞতা যার সাথে পরিচিত নয় ওর মস্তিষ্ক। হরমোনের প্রভাব ক্রমে বাড়ছে—হঠাৎ বিস্ফোরিত হল ওটা—.ফিল্ডস বুঝতে পারল অবশেষে চরম ক্ষণ এসে উপস্থিত।

ওটাকে সে দেখতে পাচ্ছে না—পাচ্ছে না শুনতে কিংবা গন্ধও টের পাচ্ছে না—অথবা অনুভবও করা যাচ্ছে না। তারপরও লিংকনের মনে হচ্ছে ওটা আছে। যদিও ওটার কোনো নাম সে জানে না। আসলে ওটার কোনো নাম দেয়া সম্ভব নয়, বুঝতে পারছে লিংকন।

কিন্তু ওটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে সে।

banglainternet.com

ওর মস্তিষ্কে কি যেন দমাদম পিটছে। আনন্দের প্রকৃত ঢেউ ধাক্কা খাচ্ছে—কিছু একটা ওকে ওর ভেতর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে এক অচেনা ব্রহ্মাণ্ডে। সীমাহীন এক অসীমের মাঝে সেঁধিয়ে যাচ্ছে লিংকন। ওটা নয় কোনো দৃশ্য বা শব্দ তবে ওটা যে কিছু একটা তা উপলব্ধি করা যায়। ওটা অসীম, অনন্ত, অসংখ্য, আর প্রতিটা ঢেউয়ের সাথে দূরান্তে দিগন্ত যেন দেখা যাচ্ছে, অপূর্ব, অদ্ভুত একটা অনুভূতি গাঢ়, ঘন, নরম এবং নরম হয়ে আসছে।

হঠাৎ উপলব্ধির সূতোটা টাশ করে ছিড়ে গেল। নিজেকে কনসার্ট রুমে

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1941) The Secret Sense

আবার আবিষ্কার করল লিংকন ফিল্ডস। লাফিয়ে সিধে হল ফিল্ডস। পার্থের হাত চেপে ধরে বলল, 'পার্থ! উনি থামলেন কেন? বাজাতে বল!'

চোখে করুণা ফুটল পার্থের। 'উনি এখনো বাজিয়ে চলেছেন, লিংকন।'

হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল লিংকন। তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছুই। নোভি লোনের আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে কি-বোর্ডে আগের মতোই। তার চেহারায় আগের ভাবই ফুটে আছে। আস্তে আস্তে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল লিংকন। চোখে ফুটে উঠল নির্জলা আতঙ্ক।

ধপ করে বসে পড়ল ও, গলা চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার। হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল ও।

পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে! আর ফিরে আসার উপায় নেই!

হাসছে পার্থ জ্যান—ভয়ংকর হাসি, 'একটু আগে তোমার দিকে আমি করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম, লিংকন। এখন খুব আনন্দ লাগছে আমার। তুমি জোর করে কাজটা করিয়েছ আমাকে দিয়ে। তার প্রতিদানও পেয়েছ। তোমার সারাটা জীবন,' তার কণ্ঠ ফিসফিসানির মতো শোনাল, 'কেটে যাবে পাঁচ মিনিটের কথা মনে পড়ে। মনে পড়বে তুমি কি মিস করছ—যা তুমি আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। তুমি অন্ধ হয়ে গেছ, লিংকন। অন্ধ!'

মুখ তুলে চাইল পৃথিবীবাসী। হাসার চেষ্টা করল। বিকৃত দেখাল মুখ। কথা বলল না একটাও, ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্ধের মতো আন্দাজে ভর করে।

তার মস্তিষ্কে একটা কণ্ঠই বারবার বাড়ি খেতে লাগল—'তুমি স্বাভাবিক একজন মানুষ হয়ে গেছ! তুমি অন্ধ হয়ে গেছ! অন্ধ!'

banglainternet.com

অনুবাদ : অনীশ দাশ অপু